হায় মুক্তমনা!!!!!!

জাহেদ সাহেবের একটি লিখার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই লিখাটি শুরু করেছিলাম কিছুদিন আগে,কিন্তু নিজের কাজের ব্যস্ততা আর অবশ্যই আলসেমির কারণে যথাসময়ে লিখাটি পাঠাতে পারিনি বলে দুঃখিত। লিখালিখির উপর আমার আজন্মের ভালবাসা, তারপরও যখনই ধম নিয়ে বিভিন্ন ফোরামের লিখা গুলো পড়ি , তখন ভাবি কি হবে এসব নিয়ে লিখে, কারণ আমার লিখার বিষয়বস্তুথেকে সবসময়ই ধমের দুরত্বছিল হাজার হাজার মাইল। তাই বলে ধম বিরোধী নই আমি, আমি ইসলাম ধমে বিশ্বাসি। আল্লাহ আছে কি নাই, ইসলাম ধম ভাল না মন্দ এই বিষয়ে ওকালতি করতে আমার এই লিখা নয়, এ টা লিখছি বিবেকের তাড়নায়, যখন দেখছি আমাদেই কিছু বংগ
স ন্তানের কলমের অন্যায় আঘাতে নিমর্ম ভাবে বিদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশ, তার চেয়েও অন্যায় আঘাতে যজ রিত হচ্ছে লক্ষকোটি মানুষের প্রাণের ধম ইসলাম। তখন মনের অজান্তেই কিভাবে যেন কম্প্যুটার এর সাথে মিতালি হয়ে গেল। আর ধামির্ক বা মুক্তমনা টপিক নিয়ে এটাই আমার প্রথম আর শেষ লিখা।

ভিন্নমতের আবহাওয়ার সাথে সম্পুর্ন ১৮০ ডিগ্রিবিপরিতধর্মী topics ভালবাসা এবং নারী পুরুষের স ম্পর্ক নিয়ে লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম ধর্ম বহির্ভু ত এবং শুধুমাত্র ভালবাসা নিয়েই সম্পুর্ন নিদোর্ষ এই লিখার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কেউ অন্তত ধম কে টেনে আনবেননা, কিন্তুআমার অনুমান শেষপযর্ন্তভুল প্রমানিত হল। অতীব দুঃখের সাথে লক্ষ্য করলাম, জাহেদ সাহেব তার দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটির শেষপ্রান্তেএসে লিখেছেন, *"জেহাদি Islamistদের বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রামে নেমেছি বলে বসন্তের বাতাসে মনের দোলা খাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চই নাজায়েজ হয়ে যায়নি"।* ভাইরে বসন্তের বাতাসে মনের সুখে দোল খান সমস্যা নেই, কিন্তু বুঝতে পারলামনা কেন এত কোমর কষে *Islamist* দের বিরুদ্ধে একেবারে মরণ-পণ সংগ্রামে নেমেছেন, কি ক্ষতি করল ওরা আপনার? সদালাপ ফোরাম এর প্রায় সব লেখকই (আবিদ,জিয়া,ফাহমিদা,মাহফুজ প্রমুখ) ভিন্নমত এবং মু ক্তমনা লেখকদের ভাষায় ইসলামিস্ট। ওনারা সবাই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসি তাই হয়ত ইসলামিস্ট, এই হিসাব যদি সত্যি হয় তাহলে আমিও ইসলামিস্ট কারণ আমিও একই ধর্মে বিশ্বাসি। গত সাত/আট মাস ধরে যুক্তিবাদি!!,
মানবাধিকারবাদি!! ভিন্নমত এবং মুক্তমনা ফোরাম'র লেখকদের লিখা গুলি মোটামুটি পড়লাম, যদি আমার বোঝাতে কোন ভুল না হয়ে থাকে তাহলে এটা সত্যি যে ধম এবং মুক্তমনাদের মধ্যে দুরত্ব উত্তর মেরু আর দক্ষিন মেরু। যদিও সবকটি প্রতিষ্ঠত ধর্মের-ই বিরুদ্ধে ওনারা,তবুও ওনাদের মুক্তমনা নামক কঠিন ধারাল ছুরিকাঘাতে সবচে বেশি বিদ্ধ হয়েছে ইসলাম ধম। আমি ইসলামিস্ট হলেও দুঃখ থাকতনা যদি জাহেদ সাহেব লিখতেন উনি জেহাদি- মৌলবাদি ইসলামিস্ট,মৌলবাদি হিন্দুইস্ট,মৌলবাদি খ্রীস্টানিস্ট,মৌলবাদি ইহুদিস্ট,মৌলবাদি বুড্ডিস্ট(আমার নিজের উদ্ভাবিত নাম, অভিধানে হয়ত পাবেন না) সবার বিরুদ্ধে মরণ-পন সংগ্রামে নেমেছেন। শুধুইসলামিস্টদের উপর-ই এত জ্বালা কেনরে ভাই? শুধু ইসলামের দিকে তাকানো মুক্তমনা চোখ গুলিকে, যদি সামান্য একটু বিমুক্ত করে চারিদিকে তাকানো হয়, তাহলেই আপনি সহ সব মুক্তমনারা দেখতে পারবেন, ইসলামিস্ট মৌলবাদিদের সাথে অন্য ধর্মের মৌলবাদি রাও বহাল তবিয়তে তাদের অস্তিত্বের জানান দিচেছ। আমি হলপ করে বলতে পারি, সেটা বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটেনি, কিন্তু ঘটা উচিত ছিল। এ খানেই আপনাদের কর্মকান্ড আমার মতে বিরাট প্রশ্নের এবং সন্দেহের স ম্মূক্ষীন। একটা

জিনিশ আপনাদের উপলব্ধি করা উচিৎ, আর সেটা হচেছ সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধ যেমন শুধু-মাত্র ছোট বুশ আর টনি সাহেবের-ই যুদ্ধ কিন্তু এ্যামেরিকান-ইংরেজ জনগনের নয়, তেমনি ইসলাম মানেই শুধুমাত্র কোন এ্যারাবিক ধর্ম নয়,ইসলাম মানেই ওসামা বিন লাদেন বা বাংলাদেশের জামাতে ইসলামি নয়, এরা ছাড়াও এটা সারা বিশ্বের ১.২ বিলিয়ন মানুষের ধর্ম যার সাথে তাদের বিশ্বাস (faith) ,ভালবাসা, আবেগ আর শ্রদ্ধা জ ড়িত। বেশিরভাগ ইসলাম ধর্মানুসারিরা-ই বিন লাদেন বা জামাতে ইসলামির কর্মকান্ডকে সমর্থন করেনা। আর যদ্দুর জানি সত্যিকার ইসলাম এসব কম র্কান্ড অনুমোদন করেনা। আরেকটা কথা হচেছ ধর্ম physics নয়, এটাকে যুক্তি বা ফরমুলা নিয়ে বিশ্লেষন করতে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবেনা ।

ধর্ম থেকে এবার আসি মানবাধিকার এর প্রশ্নে। মুক্তমনা লেখকরা মানবাধিকারের ব্যাপারে আবার খুব-ই সজাগ। কিন্তু সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধে আমরা কি দেখলাম, একটি স্বাধীন মু-সলিম দেশের হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ এ্যামারিকান সৈন্যদের হাতে পশুর মত মারা গেল, লুটপাট হল সেদেশের মহামুল্যবান প্রত্নতাত্বিক সম্পদ। খোদ এ্যামারিকা সহ সারা বিশ্বে স্মরণকালের সবর্বৃহৎ প্রতিবাদ হল, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হল নিসঠুর ভাবে, তখন কিছু মুক্তমনা লেখকদের কলমের ভাষায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জাফরুল্লাহ সাহেব লিখলেন ঠ্যালার নাম বাবাজি, বোঝ ব্যাটা সাদ্দাম এ্যামেরিকার সাথে ফাজলামো করার মজা, আর কুদ্দুস খান লিখলেন কেন ইরাকে এ্যামেরিকার হামলা ফরজে-কেফায়াতে পরিনত হল, কারণ ওদের গনতন্ত্রশেখাতে হবে। তাতে হাজার হাজার মানব সন্তান মারা গেলেও ওনাদের মান-বাধিকারবাদি মনে তাতে কোন প্রভাব ফেলছেনা। কিছুদিন আগে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ নৃশংসভাবে সন্ত্রাসিদের হাতে আহত হলে মুক্তমনা, এবং ভিন্নমত-এ ওনাকে উৎসর্গ করে স্পেশাল পেজ খোলা হল, ইসলামিস্ট দের ফোরাম সদালাপে-ও এটার প্রতিবাদ হল, এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে লিখলেন ইসলামিস্ট ফাহমিদা আর জিয়া। কোন বিবেকবান মানুষই এ কজন নিরিহ অধ্যাপক-এর উপর এই হামলা সমর্থন করেনি। যদিও অধ্যাপক আজাদ ধর্মের বিরুদ্ধে লিখেন, তবুও ইসলামিস্টরাও এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন,এবং ওনাকে উৎসর্গ করে স্পেশাল পেজ করেছেন। এই ঘটনার পর কি ধরে নেয়া যায় যে মুক্তমনারা কেবল নিজেদের মতাবল ম্বী লোকদের উপর আঘাত আসলেই প্রতিবাদ করবেন? আর ইরাকের নিরপরাধ মুসলমানেরা মারা গেলে বলবেন ঠিক আছে কারণ ওখানে এ্যামেরিকা গনত ন্ত্রের পাঠশালা খুলেছে। এই দু-মুখো নীতি মানবাধিকারে কোন সংগা'র মধ্যে পরে?

এবার ইসলাম নিয়ে কিছু তর্ক-বিতর্কের কথায় আসি। যদিও আমার মতে যেকোন ধম নিয়েই তক -বিতক র্করা অথ হীন। যার যার কাছে তার তার ধম ই সেরা। এই নিয়ে বিতকে র্র কোন অবকাশ নেই। এ বিষয়ে ইসলাম ধর্মের মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বিদায় হজ্বের সময় দেয়া ভাসনের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য উনি বলেছিলেন, ''*তোমরা ধম নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরনা, যারাই ধম নিয়ে অতীতে বাড়াবাড়ি করেছে, তারাই ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছে*''। মুক্তমনা অনেক লেখক-ই প্রচন্ড আক্রোসে সত্য-মিথ্যার চমৎকার ককটেল বানিয়ে ইসলাম ধম আর এর ধমে র্র মহাপুরুষদের একেবারে পোস্টমটে র্ম করে ছেড়েছেন। আরেকজনত সরাসরি বলেই ফেলেছেন ওনাদের প্রভুদের বানান ক্লাস্টার বোমা দিয়ে মুসলমানদের ধমী য় উপাসনা গুলো গুড়িয়ে দিয়ে, সেখানে অধ্যয়নরত সব মাদ্রাসার মানব স ন্তান গুলোকে পিপিলিকার মত হত্যা করতে। তার কথায় রীতিমত যুদ্ধাংদেহী ভাব। মুক্তমনা অনেক লিখক-ই মুসলমানদের টলারেনস নিয়ে অনেক জ্ঞানগভ লিখা লিখেছেন। যখন তাদের মুখে শুনি মানব হত্যার মত সবচে' ঘৃন্য পরিকল্পনা,তখন আপনাদের মুক্তমনা কনসেপ্ট-টার উপর চলে আসে এক বিস্বয়কর প্রশ্নবোধক চিহ্ন ,তখন ভাবি আসলে আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি, আর আপনারা কোন শ্রেনী বা সম্প্রদায়ের হয়ে ওকালতি ক রছেন। ভাইরে টলারেনস শিক্ষার কথাই যদি বলেন তাহলে আমি বলব ইসলামের মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীব-নীর দিকে তাকান, যখন সেই ইহুদী মহিলা ওনার চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, উনি কাঁ-টার আঘাতে যজ র্রিত হয়েও কখন ও প্রতিশোধ নেননি, পরে ওই মহিলার কঠিন অসুখ হলে বরং তার সেবা করেছিলেন। এবার আপনারাই ব লুন কোনটা টলারেনস? আমার একজন প্রিয় লেখক অভিজিৎ রায় কোরান নিয়ে বিস্তর গবেষনা করেছেন, অভিজিৎ একজন মেধাবি মানুষ ,উনি কোরানের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে প্রশ্ন করেছেন, প্রিয় অভিজিৎ রায় কে বলছি,

প্লিজ অপরাধ নেবেন না, আপনি কি আরবি ভাষা জানেন, নাকি আরবি পড়তে পারেন? আর ধম ´ কি আপনার গবেষনা বা স্কুল এর পড়াশোনার বিষয় ছিল? যদি এসব প্রশ্নের উত্তর না বোধক হয়, তাহলে দয়া করে এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলবেননা, কারণ আপনি স্বাভাবিক ভাবেই কোরানের ইং রেজি বা বাংলা অনুবাদ পড়ে কোরানের তত্ত্ববুঝতে পারবেন না। কারণ শুধুমাত্র translated meaning দিয়ে এটা বোঝা সম্ভব নয়। আর আবিদ, ফাহমিদা,জিয়া দের চ্যালেঞ্জ করে লাভ নেই, ওরা কেওই ইসলাম ধমে ´বিশারদ নয়,প্রবাসে শত ব্যস্ততার মধ্যে অবসর সময়টা ওনারা কিছু লিখা লিখি করেন, সবাই যার যার সংসার আর কাজ সামলাতে ব্যস্ত। আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, বা চ্যালেঞ্জ থাকে (থাকাটা অন্যায় কিছুনয়), তাহলে ইসলাম ধমে ´যারা বিশারদ বা আলেম ওদের সাথে গিয়ে বিতক ´করুন। আমি বলব এভাবে আপনি আপনার মুল্যবান সময় নস্ট করছেন।

ধম ´নিয়ে আর লিখার ইচ্ছা নাই। এটাকে আমার কাছে সময়ের অপচয় বলে মনে হয়, অনেকে হয়ত বলবেন কি দাদা অধে র্ক খেলে চলে যাচ্ছেন, ভাইরে যে কোন মানুষের (হিন্দু,মুসলমান, ইহুদী, খ্রিস্টান ইত্যাদি) বিশ্বাস, ভালবাসা, শ্রদ্ধা নিয়ে যুক্তির খেলা খেলতে আমি ইচ্ছুক নই। মুক্তমনারা ধমে ´অবিশ্বাসি হলেও, ভালবাসার হাত বাড়াতে মুখিয়ে আছি, যদি আপনারা ভাল-বাসা আর শ্রদ্ধা নিয়ে এগিয়ে আসেন। ক্লাস্টার বোমা নয়, ফুলেল ভালবাসা রইল। সবাইকে বা-সন্তিশুভেচ্ছা।

ফায়সাল,
ন্যূইয়র্ক থেকে।
ameet27@homail.com